দ্বিতীয় প্রবাস - ১৭

ডঃ মোহাম্মদ আবদুর রাযযাক

আগের সংখ্যাটি পড়ার জন্যে এখানে টোকা মারুন

৩১ শে আগস্টের দুপুর থেকেই ইউনিভার্সিটি ফাঁকা হয়ে যেতে লাগলো। আগামী কাল শুক্রবার, পহেলা সেপ্টেম্বর থেকেই Labour day long weekend শুরু হয়ে যাবে। আমার তৃতীয়া শ্যালিকা শিরিন আর তার স্বামী মুসাওয়ীর মেরীল্যান্ড থাকে। নিউ ব্রানসউইকে চাকুরী এবং বসবাসরতা তাদের বড় মেয়ে মাহারীন ও মেয়ে জামাই তারেক লেবার ডের ছুটি কাটানোর জন্য মেরীল্যান্ড যাচ্ছে। ওরা হঠাৎ করেই ফোন করে আমাদেরকেও ওদের সাথে যাবার আমন্ত্রন জানালো। Rutgers বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত class schedule অনুযায়ী সপ্তাহে আমার ক্লাশ মাত্র একদিন- প্রতি সোমবার সন্ধ্যে ছ'টা চল্লিশ থেকে রাত সাড়ে ন'টা পর্যন্ত। এই ছুটির কারণে আমার প্রথম ক্লাশ অনুষ্ঠিত হবে এগারোই সেপ্টেম্বর। অতএব সানন্দে রাজী হয়ে গেলাম। ঠিক হোল আমরা শুক্রবার বিকেল বেলা রওয়ানা হয়ে যাব আর সোমবার বিকেলে ফিরে আসব। স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে নিউ ব্রানসউইক থেকে মেরীল্যান্ড প্রায় চার ঘন্টার ড্রাইভ; তবে শুক্রবার যেহেতু long weekend এর প্রথম দিন, আমাদের হয়তো একটু বেশী সময় লেগে যেতে পারে। ঠিক হলো আমরা বিকেল তিনটের মধ্যে রওয়ানা হয়ে যাব।

বৃহস্পতিবার রাত আর শুক্রবার সকালটা কাটলো নতুন বাসার গোছগাছ করার কাজে। দুপুর আড়াইটের মধ্যে আমরা গোসল খাওয়া দাওয়া সেরে মেরীল্যান্ড যাবার জন্য তৈরী হয়ে মাহারীন আর তারেকের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম। ওদের বাসা Princeton এর কাছে; গাড়ীতে আমাদের বাসা থেকে প্রায় বিশ মিনিটের পথ। কিন্তু আমাদের বাসায় আসার রাস্তা একটু গোলমাল করে ফেলায় তারেক মাহারীনদের আসতে সামান্য দেরী হলো। আমরা যখন মেরীল্যান্ডের উদ্দেশ্যে পথে নামলাম, তখন বিকেল তিনটে বেজে দশ মিনিট। আমরা নিউ ব্রানসউইক থেকে exit 9 দিয়ে New Jersey Turnpike এ উঠবো; এটাই পরে I-95 হয়ে আমাদেরকে Delaware এর উপর দিয়ে Baltimore হয়ে মেরীল্যান্ড নিয়ে যাবে। I-95 সম্ভবতঃ আমেরিকার প্রধানতম, ব্যস্ততম এবং সবচেয়ে বহুলব্যবহৃত ইন্টারস্টেট হাইওয়ে। ১৯২৭ মাইল দীর্ঘ এই হাইওয়েটি দক্ষিনে ফ্লোরিডার মায়ামী শহর থেকে আরম্ভ হয়ে উত্তরে আমেরিকা-কানাডার সীমান্ত শহর মেইন (Maine) স্টেটের হাউটন শহরে গিয়ে শেষ হয়ে নিউ ব্রানসউইক রুট ৯৫ নাম নিয়েছে। মোট পনেরোটি স্টেটের মাঝখান দিয়ে অতিক্রমকারী এই I-95 খুব সুন্দরভাবে আমেরিকার উত্তর-পূর্ব করিডোরের প্রধানতম শহরগুলোর সংযোগ সাধন করেছে।

হাইওয়েতে ভীড়ের পরিমান দেখে তারেক জানালো যে আমরা খুব ভাল সময়েই পথে নেমেছি; Labour day long weekend এর শুরুতে রাস্তায় যে ধরণের ভীড় থাকার কথা তার অর্ধেক ভীড় ও নেই! ভাগ্নি আর ভাগ্নী-জামাই এর সাথে পথে বের হবার আগে ভাবনা ছিল আমাদের জন্য না বেচারীদের পথ চলার আনন্দটাই মাটি হয়ে যায়! কিন্তু সে রকম কিছুই হলো না। ওরা দুজন আমাদের সাথে এত সুন্দরভাবে নিজেদের মানিয়ে নিল যে আমাদের দুশ্চিন্তা সম্পূর্ণ উবে গেল। আমরা নানা ধরণের গল্প করতে করতে বেশ নির্বিঘ্নে এবং আনন্দেই এগিয়ে চললাম। ঘন্টা দেড়েক চলার পর আমাদের চোখের সামনে

আস্তে আস্তে একটি নয়নাভিরাম সেতুর অবয়ব স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হতে শুরু করলো। তারেক জানালো এটা Delaware Memorial Bridge। মোট ৩৬৫০ ফুট দীর্ঘ ডেলওয়ায়ের নদীর উপর নির্মিত অপূর্ব সুন্দর এই Twin Suspension সেতুটির উদ্বোধন করা হয় ১৯৫১ সালের ১৫ই আগস্ট তারিখে। এটি নিউ জার্সি এবং ডেলওয়ায়ের ষ্টেটকে সংযুক্ত করেছে এবং এর মাধ্যমে আমেরিকার উত্তর-পূর্বে অবস্থিত নিউইয়র্ক, কনেটিকাট, মাসাচুসেটস, রোড আইল্যান্ড ও অন্যান্য স্টেটকে দক্ষিনের স্টেটগুলির সাথে যুক্ত করেছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ, কোরিয়ান সংঘর্ষ, ভিয়েতনাম যুদ্ধ এবং মধ্যপ্রাচ্যের অপারেশন ডেজার্ট স্টর্মে নিহত আমেরিকান সৈন্যদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে এই সেতুটিকে উৎসর্গ করা হয়েছে। প্রতি বছর memorial day এবং veterans day তে এক বিশেষ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সেতুটির পাদদেশের বেদীমুলে নিহতদের স্মৃতি-তর্পণ করা হয়।

এই সেতু পার হয়ে আমরা একটা সার্ভিস স্টেশনে চা পানের জন্য থামলাম। চা খেতে খেতে মনে হচ্ছিল বড়ই আজব দেশ এই আমেরিকা! ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় বিভিন্ন সময়ে নানা ধরণের ন্যায় নীতির বাহানা বানিয়ে এই দেশের নেতারা নিজেদের স্বার্থে অন্য দেশ আক্রমন করতে, অন্য দেশের সম্পদ লুন্ঠন করতে কিংবা অন্য দেশের মানুষকে নির্বিচারে হত্যা করতে কোন রকম দ্বিধা বোধ করেনি

আজও করেনা। এই নেতারা জাপানের হিরেসিমা নাগাসাকিতে আনবিক বোমা ফেলে লক্ষ লক্ষ মানুষ মেরেছে। তাদের কল্যাণে যুগ যুগ ধরে সে দু'টি শহরে নিযুত সংখ্যক বিকলাংগ শিশু জন্ম নিয়েছে এবং আজো নিচ্ছে। এদের দানবরূপী সৈন্যরা ভিয়েতনামে অযুত জীবন সংহার করেছে, এদের সৈন্যদের পাশবিকতা আর সন্ত্রাসের ফলে প্রতিদিন ইরাকের অগুন্তি নিরীহ শিশু, নারী, পুরুষ মারা যাচ্ছে। অথচ কি আশ্চর্য! এদের 'গায়ে মানেনা আপনি মোড়ল' তত্বে বিশ্বাসী স্বঘোষিত বিশ্বনেতারা সারা পৃথিবীর মানুষকে সভ্যতার সবক দিয়ে বেড়াচ্ছে আর তাদের হানাদার সৈন্যদের বীর শহীদ বানিয়ে সাড়ম্বরে সন্মান দেখাচ্ছে।

চা পান শেষ আমরা যখন আব্র পথে নামলাম, তখন বেশ বৃষ্টি হচ্ছে। বাধ্য হয়ে গাড়ির গতিবেগ কমিয়ে দিতে হোল। আস্তে আস্তে আমরা মেরীল্যান্ডের বালটিমোর শহর পার হয়ে এলাম। ২৬ লাখ লোক অধ্যুষিত বালটিমোর মেরীল্যান্ড স্টেটের সবচেয়ে বড় শহর এবং ডেট্রয়েটের পরেই আমেরিকার সবচেয়ে বিপদজনক শহর; এবং ডেট্রয়েটের পরেই আমেরিকার সবচেয়ে

সবচেয়ে বিপদজনক শহর; ছিনতাই, চুরি, ডাকাতি, খুন-খারাপী, ধর্ষন ইত্যাদি এমন কোন অপরাধ নেই যা এই শহরে মাত্রাতিরিক্ত রকমের ঘটেনা। মজার ব্যাপার হচ্ছে এই যে এই ভয়ানক শহরেই আবার আমেরিকার একটি অতি নামকরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান Johns Hopkins University অবস্থিত।

বৃষ্টি কমার তো কোন লক্ষনই নেই, বরং তার তীব্রতা আস্তে আস্তে বেড়েই চললো। বাধ্য হয়েই আমাদেরকে গাড়ীর গতিবেগ আরো কমাতে হলো। আর এমনি কম গতিবেগে চলে সন্ধ্যে সাড়ে আটটায় আমরা মেরীল্যান্ডে শিরিন ও মুসাওয়ীরের তিনতলা বিশিষ্ট split level apartment complex এ এসে পৌঁছলাম।

বাসায় এসে পৌঁছুতে না পৌঁছুতেই শিরিন হাত মুখ ধুয়ে খেতে আসার জন্য তাগিদ লাগালো। তার ধারণা আমাদের দুপুরের খাওয়া নিশ্চয়ই অনেক আগে হজম হয়ে গেছে এবং আমরা ক্ষিধেয় কষ্ট পাচ্ছি। ভদ্র এবং বুদ্ধিমান দুলাভাইরা কখনো শ্যালিকাদের অবাধ্য হয়না; আমিও হতে চাইলাম না। তবে অনেক বলে কয়ে ধাতস্ত হবার জন্য আধঘন্টা বিশ্রাম নেবার অনুমতি চেয়ে নিলাম। মিনিট দশেক বসে মনে হোল আসলেই খুব ক্ষিধে পেয়েছে। তাই আর দেরী না করে হাতমুখ ধুয়ে এসে খেতে বসলাম।

যেহেতু পরের দিন ছুটি, রাতের খাবারের পর চুটিয়ে গল্প জমলো। গত মে মাসে ফ্লোরিডার টাম্পা শহরে আমাদের ছেলে শেরিফের Engagement বা বাগদান অনুষ্ঠিত হয়। সে অনুষ্ঠানে আমি বা নাসিম একজনও আসতে পারিনি; তবে আমাদের প্রতিনিধি এবং শেরিফের মুরুব্বী হিসেবে তার খালা শিরিন ও খালু মুসাওয়ীর ছুটি নিয়ে সপরিবারে আমাদের মেয়ে সোনিয়া ও জামাই নোমানের সংগ দিয়েছিল। তারা আমাদেরকে সে অনুষ্ঠানের বিভিন্ন গল্প শোনালো। এ ছাড়াও আরো হরেক রকম গাল-গল্পে অনেক রাত হয়ে গেল। আমরা প্রায় রাত তিনটের সময় শুতে গেলাম। তবে নতুন জায়গা হলেও আজকে ঘুম আসতে খুব একটা দেরী হলোনা। সম্ভবতঃ পথের ক্লান্তি, বিগত কয়েক দিনের কম ঘুম হওয়া, আর আজকের মুষলধারের বৃষ্টিই এর কারণ।

পরদিন যখন ঘুম ভাংলো তখন দুপুর গড়িয়ে গেছে। আজো বিরামবিহীন বৃষ্টি ঝরছে; বাইরে যাবার খুব একটা আশা নেই। বাসায় বসে আমরা আবার গল্পে মেতে গেলাম। বিকেলে আমার খালাতো ভাই মাহমুদের স্ত্রী হাসিনা, তার মেয়ে জয়া এবং নাতি ফিরোজকে নিয়ে দেখা করতে এলো। সেদিন আর বাইরে যাওয়া হলোনা। তবে পরদিন আমরা মেরীল্যান্ডের অদুরে ঐতিহাসিক শহর Georgetown এ বেড়াতে গিয়েছিলাম। সারাদিন সেখানে বেড়িয়ে, দুপুরে এক থাই রেষ্টুরেন্টে লাঞ্চ করে আমরা প্রায় চারটার দিকে বাসায় ফিরে আসি। পরদিন, সোমবার, সকাল বেলাটা শিরিনদের বাসার আশে পাশে ঘুরে ফিরে বিকেলে আমরা নিউ ব্রানসউইকের উদ্দেশ্যে মেরীল্যান্ড ত্যাগ করি। ফেরার পথেও বৃষ্টি হবার লক্ষন ছিল, কিন্তু হয়নি। রাস্তাতেও ভিড় মোটামুটি কমই ছিল; আমরা সাড়ে তিন ঘন্টার মধ্যেই নিউ ব্রানসউইকে ফিরে আসি।

ডঃ মোহাম্মদ আবদুর রাযযাক, নিউ জার্সি, ইউ.এস.এ

চলবে - -

(ডঃ মোহাম্মদ আবদুর রাযযাক ইউনিভার্সিটি অফ নিউ সাউথ ওয়েলসের মার্কেটিং বিভাগে অধ্যাপনা করছেন। এই রচনাটি আমেরিকাতে তার দ্বিতীয়বার অবস্থানের অভিজ্ঞতার বিবরণ।)